নামাযে খুশু' (মনোযোগ ও একাগ্রতা) অর্জনের উপায়সমূহ

মূল : শাইখ মোহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ (www.islam-qa.com)
সারসঙ্কলন ও অনুবাদ : প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

নামাযে খুশু' (মনোযোগ ও একাগ্রতা) অর্জনের উপায়সমূহ

মূল : শাইখ মোহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ (www.islamqa.inf)
সারসঙ্কলন ও অনুবাদ : প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

নামাযে খুশু' (মনোযোগ ও একাগ্রতা) অর্জনের উপায়সমূহ

মূল : শাইখ মোহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

(সূত্র : ইন্টারনেট - www.islamqa.inf)

সারসঙ্কলন ও অনুবাদ : প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

ফোন : ০১৫৫২-৩১৫০৩৮

প্রকাশক

ড. নাফিয়া ফারজানা চৌধুরী (এম.ডি)

প্রকাশকাল

আগষ্ট-২০১৩, রামাদান ১৪৩৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর-২০১৪

পরিবেশক

আহসান পাবলিকেশন

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা)

প্রাপ্তিস্থান:

১। আহসান পাবলিকেশন

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা)

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

২। ১৯১ বড় মগবাজার, ওয়ারলেছ রেলগেট, ঢাকা

৩। ৩৮/৩ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা

৪। আই.সি.ডি বাড়ী-৫, রোড-১১, শেখেরটেক, ঢাকা

প্রচ্ছদ

সাদ্দাম হোসেন

মুদ্রণ

মার্ভেলাস প্রিন্টার্স লিঃ

মূল্য:

১৮.০০ (আঠার টাকা মাত্র), (দাওয়াতী সংস্করণ, কভার ছাড়া, ১০.০০ টাকা মাত্র)

এই লেখকের অন্যান্য বই

১। জামা'তে নামায পড়া : গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং নামায পড়ার খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন
২। চান্দ্রমাসের ইসলামী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব বনাম 'চান্দ্রমাস' নামক বই এর বিভ্রান্তি
৩। কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র
৪। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ : ঈমানদারের জন্য অভিশাপ না আশীর্বাদ (অনুবাদ)

Namaze Khushu (Monojog O Ekagrota) Arjaner Upaishamooho:
compiled and transalated by Engr. Md. Shamsul Haque Chowdhury.
Price: TK.18.00 (0.50USD /EURO) only.

অনুবাদকের কথা :

আল-হামদু লিল্লাহ্, আর সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর এবং রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণ ও আহলে বাইতের উপর।

এই পুস্তিকাটি শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ প্রণীত "৩৩ Ways of developing Khushoo' in Salat" বইটির সারসংক্ষেপের অনুবাদ। মূল বইটি আকারে অত্র বাংলা অনুবাদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বড় এবং সেটির কিছু কিছু বক্তব্য অনেক পাঠকের কাছে বেশী দীর্ঘ মনে হতে পারে ও তাতে তা পড়ার আগ্রহে তাদের ভাটা পড়তে পারে ভেবে বইটির আসল বিষয়সমূহ ঠিক রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ করা হয়েছে। যারা ইন্টারনেটে ইসলামী বিষয়াদিতে প্রশ্নোত্তর খোঁজেন তাদের কাছে ইন্টারনেটের islam-qa.com ঠিকানার বিজ্ঞ উত্তর দাতা এই শাইখ অত্যন্ত সুপরিচিত। আগ্রহী পাঠকগণ এই বই ছাড়াও শাইখের লিখা অন্যান্য বই ও ইসলাম সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের উত্তর উক্ত সাইট থেকে বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন। বিশ্বব্যাপী অগণিত পাঠকের ইসলামী বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের সম্পূর্ণ দলীল-ভিত্তিক উত্তর দিয়ে তিনি বহুদিন যাবৎ ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

সালাতে মনোযোগ বাড়ানোর একটি প্রধান উপায় হচ্ছে পঠিত কিরাত, যিকির ও দু'আসমূহের অর্থ অনুধাবন করা ও তা নিয়ে ভাবা। আরবী আমাদের মাতৃভাষা নয় এবং দেশে মাদ্রাসা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের আরবী শেখার ব্যবস্থা প্রায় নেই বিধায় আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আরবী শেখার সুযোগ হয় না। অথচ কুরআন বুঝার জন্য আরবী শেখা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। না বুঝে সালাত আদায়ে যদিও ফরয্ আদায় হয়ে যায়, তথাপি এটা দুর্ভাগ্যজনকই বটে যে, আমরা সালাতে আল্লাহর কাছে কী চাচ্ছি তা হয়ত শতকরা নিরানব্বই ভাগ লোকই জানি না। ফলে সালাত কায়েম করার বিনিময়ে প্রাপ্য যথার্থ সওয়াব থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

আমাদের অন্তত সালাতে বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত (কুরআনের ভাষায় সাব'আ মাসানী) তথা সূরা ফাতিহার অর্থ জানা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন এই সূরা কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট সূরা (উম্মুল কুরআন) - বুখারী - ৬.১। কেননা এই সূরায় বান্দা কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন, ইহ-পরকালে তাঁর সার্বিক ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য এবং তৌহীদের ঘোষণা, তাঁর প্রতি বান্দার

আত্মসমর্পণ ও সিরাতাল মুস্তাকীমে পরিচালিত করার দু'আ করা হয়। (এই সূরার মাহাত্ম্য ও সালাতে এর গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি হাদীস এই পুস্তিকার ৪.১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে)। তাই অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে পুস্তিকাটির শেষে সূরা ফাতিহা বাংলা উচ্চারণসহ অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে, যা মূল পুস্তকের অংশ নয়। ব্যাখ্যা যোগ করার কারণ হচ্ছে কুরআনের অনেক পাঠ্য, কিংবা এমন কি অনেক শব্দের প্রকৃত নিহিতার্থ, কেবল মাত্র একটি প্রতিশব্দ দ্বারা অনুবাদ করে বুঝানো প্রায় অসম্ভব। তাফসীর তথা ব্যাখ্যাসহ কুরআনের পাঠাভ্যাসের গুরুত্ব এখানেই। সংকলিত ব্যাখ্যাসমূহ মূলত ইবনে কাসীরের তাফসীর গ্রন্থ (যেখানে সূরা ফাতিহার তাফসীর প্রায় সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত) এবং The Noble Quran (রাজা ফাহ্‌দ কমপ্লেক্স, মদীনা আল-মুনাওওয়ারা, সৌদী আরব কর্তৃক প্রকাশিত) থেকে সংগৃহীত। আশা করি পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হবেন এবং কেবল বাংলা অনুবাদ পড়া আর ব্যাখ্যাসহ কুরআন পাঠ করার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য (বুঝতে পারা ও পুণ্যার্জন উভয় বিবেচনায়) বিদ্যমান তা উপলব্ধি করতে পারবেন। বিনীত।

মোঃ শামসুল হক চৌধুরী।

নামাযে খুশু' (মনোযোগ ও একাগ্রতা) অর্জনের উপায়সমূহ

১। ভূমিকা :

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।
সকল প্রশংসা কেবল বিশ্ব-স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন, " . . . ওয়া কূমূ লিল্লাহি ক্বানিতীন" - অর্থাৎ 'তোমরা বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াও।' (সূরা বাকারা ২:২৩৮)।

আর নামায সম্পর্কে তিনি বলেছেন, " . . . . ওয়া ইন্নাহা লাকাবীরাতুন ইল্লাল খাশি'ঈন।" (বাকারা ২:৪৫)। অর্থাৎ 'আর তা (সালাত) অবশ্যই কঠিন, কেবল খাশি'ঈন (আল্লাহ্‌-ভীরু ও বিনীতগণ) ব্যতীত।'

নামায সর্বশ্রেষ্ঠ পালনীয় ইবাদাত এবং নামাযে খুশু' অর্জন করা শরী'আ নির্দেশিত কর্তব্য। আল্লাহ্‌র শত্রু ইবলীস যখন প্রতিজ্ঞা করল যে সে আদম সন্তানদেরকে বিপথগামী ও প্রলোভিত করবে এবং বলল, 'অতঃপর আমি সামনের দিক দিয়ে, পেছন দিক দিয়ে এবং ডান ও বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব . . . . .', (সূরা আ'রাফ ৭:১৭), তখন তার সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্রগুলির একটি ছিল নামায থেকে মানুষকে যেভাবেই হোক বিমুখ করা এবং নামাযে মানুষের মনে নামায-বহির্ভূত বিষয়াদি স্মরণ করিয়ে দেয়া, যাতে তাদেরকে সে এই ইবাদাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং যাতে তারা এর সওয়াব অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সর্ব প্রথম যে জিনিষ তোমাদের ধর্ম থেকে বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে খুশু', এবং সর্বশেষ যে জিনিষ বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে সালাত। এমন নামাযী লোকও পাওয়া যাবে যার মধ্যে কোন সদ্‌গুণই নেই এবং তোমরা অচিরেই মসজিদে প্রবেশ করবে কিন্তু খুশু' আছে এমন কোন লোক পাবে না।"

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, "সফল ঐসব মু'মিনরাই যারা পূর্ণ একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে (খুশু'র সাথে) সালাত আদায় করে।" (সূরা আল-মু'মিনুন ২৩:১-২)। এরাই অধিকারী হবে (জান্নাতুল) ফিরদাউসের, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা আল-মু'মিনুন ২৩:১১)।

নামাযে খুশু' এর অর্থ হচ্ছে বিনয়, নম্রতা, বাধ্যতা, প্রশান্তি ও স্থিরতা, তথা সার্বিক একাগ্রতা ও মনোযোগ। খুশু' অর্জন সম্ভব কেবল আল্লাহ্‌কে ভয় করার

এবং এই বোধ থাকার মাধ্যমে যে তিনি আমাকে প্রতি মুহূর্তে অবলোকন করছেন।

খুশু'র স্থান হচ্ছে অন্তর, তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে শরীরের মাধ্যমে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তরকে অনুসরণ করে। অন্তর যদি অবহেলা অথবা শয়তানের চতুর ফিসফিসানিতে দূষিত হয়ে পড়ে তা হলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইবাদাতও দূষিত হয়ে পড়বে।

২। খুশু' গোপন রাখা :

খুশু'র বাহ্যিক প্রদর্শনীকে খুশু' বলা যায় না, এটা রিয়া এবং নিন্দনীয়। খুশু'কে গোপন রাখা একাগ্রতার চিহ্ন। ইবনুল কায়্যিম (রঃ) প্রকৃত ঈমানী খুশু' এবং মুনাফিকী খুশু'র মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, 'প্রকৃত খুশু' হচ্ছে নিজের পাপ, দুর্বলতা ও দীনতার কথা মনে রেখে আল্লাহ্‌র সামনে ভয়, বিনয়, লজ্জা ও নম্রতা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া, আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও মহিমাকে অন্তরে স্থান দেয়া এবং এই অবস্থায় সালাত আদায় করা। তা'হলে দেহের কর্মে আপনা আপনি প্রশান্তি আসবে এবং তা পরিলক্ষিত হবে। অপর দিকে যারা লোক দেখানোর জন্য খুশু' প্রদর্শন করে তাদের অন্তর থাকে ফাঁকা, ভীতিহীন ও মনোযোগ বিবর্জিত। এটা হচ্ছে মুনাফিকী খুশু'। প্রকৃত খুশু'সহ আদায়কৃত সালাত মনের আনন্দ যোগায়, এর ফলে সালাত আদায়কারীর কাছে সালাত আদায় করা সহজ হয়ে যায়, (যেমন উপরের ২:৪৫ নং আয়াতে এসেছে)।

৩। খুশু'র বিধানাবলী :

শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ কুরআনের উপরোল্লিখিত ২:৪৫ আয়াতের আলোকে নামাযে খুশু' বাধ্যতামূলক বলে মত প্রদান করেছেন। কেননা যাদের খুশু' নেই তাদেরকে এই আয়াতে নিন্দা করা হয়েছে। আয়াত ২৩:১-২ ও ২৩:১১ তে তাই খাশী'উনদেরকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা সফলকাম ও জান্নাতুল ফিরদাউস এর উত্তরাধিকারী বলে অভিহিত করেছেন।

নামাযে খুশু' তথা স্থিরতা ও একাগ্রতার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে নামাযের প্রত্যেক কাজে ন্যূনতম সময়ের পরিমাপ বজায় রাখায়। সুতরাং যার সিজদা কাকের ঠুকরানোর মত (অতি দ্রুত) হয় কিংবা যে ব্যক্তি দুই সিজদার মাঝখানে সুস্থির হয়ে বসে না তার মধ্যে প্রশান্তি নেই, এবং প্রশান্তির অনুপস্থিতির অর্থ হচ্ছে

খুশু'র অনুপস্থিতি। একই ভাবে যে ব্যক্তি নামাযে যথাস্থানে না তাকিয়ে এদিক সেদিক তাকায় তার মধ্যেও একাগ্রতার অভাব আছে। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি যথাযথ ভাবে ওযু করত পূর্ণভাবে ও একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহ আল্লাহ্ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আবু দাউদ-৪২৫, সারসংক্ষেপ)

নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির মূল দু'টি বিষয় হচ্ছে : ১. যে সকল বিষয় খুশু' সৃষ্টি ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে সেগুলি আয়ত্ত করা এবং ২. যে সব বিষয় একাগ্রতা নষ্ট করে বা দুর্বল করে তা প্রতিহত করতে শেখা।

৪। নামাযে খুশু' তথা একাগ্রতা বৃদ্ধি করার উপায়সমূহ :

এক্ষেত্রে মুসল্লীর প্রধান করণীয় হচ্ছে সালাতে তিনি কি পড়ছেন ও কি করছেন সে দিকে লক্ষ্য রাখা, নামাযে পঠিত কুরআনের আয়াত, যিকির ও দু'আসমূহের অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং সর্বোপরি একথা মনে রাখা যে নামাযে দাঁড়িয়ে তিনি তার প্রভু আল্লাহ্কে যেন দেখছেন এবং তাঁর সাথে কথা বলছেন, এবং একথাও মনে রাখা যে তিনি দেখতে না পারলেও আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। এটাই ইহ্সান এবং এটা নির্ভর করে তার ঈমানের শক্তির উপর।

৪.১। নামাযের যথাযথ প্রস্তুতি :

আযানের পুনরাবৃত্তি করা, আযানের দু'আ পাঠ করা, মিসওয়াক করা, পূর্ণভাবে অযু করা, অযু শেষে দু'আ (শাহাদা) পড়া, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সবচাইতে ভাল ও পরিছন্ন পাক কাপড় পরিধান করা ও যথাযথ ভাবে শরীর আচ্ছাদন (আওরাহ্) করা এবং দেরী না করে নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে নামাযের (জামাতের) অপেক্ষায় থাকা হচ্ছে একাগ্রতার প্রাথমিক প্রস্তুতি। নামাযে কাতার সমান রাখা এবং শয়তানকে দূরে রাখতে কাতারের মাঝখানে ফাঁক না রাখাও অপরিহার্য।

৪.২। নামাযের প্রতিটি কাজে পরিমিত সময় ব্যয় করা :

রাসূল (সাঃ) নামাযের প্রতি কাজে তথা রুকু', সিজদা, উঠা, বসা ইত্যাদিতে এমনভাবে পরিমিত সময় ব্যয় করতেন যাতে ঐ অবস্থায় শরীরের প্রতিটি অস্থি তার নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেতে পারত। তিনি (সাঃ) বলতেন, "এভাবে যতক্ষণ না কেউ নামায আদায় করে ততক্ষণ তাদের কারো নামায যথাযথভাবে আদায় হয় না।" আবু দাউদ - ১/৫৩৬, ৮৫৮।

আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জঘন্য চোর হচ্ছে সে, যে তার সালাতের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, সালাতের অংশ কিভাবে চুরি করবে? তিনি বললেন, সালাতের রুকু' ও সিজদা পূর্ণতার সাথে করে না। (আহমাদ - ৯৯৭, মিশকাত - ৮২৫)।

যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি অংশে যথাপরিমিত সময় ব্যয় করে না তার মধ্যে খুশু' বা একাগ্রতা থাকতে পারে না, কেননা তাড়াহুড়া নামাযের একাগ্রতার এক বড় অন্তরায় এবং কাকের মত ঠুকরানো পুণ্য বা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি বড় বাধা।

৪.৩। নামাযে মৃত্যুকে স্মরণ করা :

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করবে, কারণ যে ব্যক্তি সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করবে সে অবশ্যই যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে। আর এমন ব্যক্তির মত সালাত আদায় কর যে লোক ভাবে না যে সে আরেক বেলা সালাত আদায় করতে পারবে।" (আলবানী - ১৪২১)

মুসাল্লীর মৃত্যু অবশ্যই একবার আসবে, এবং এজন্য একটি নামায তো তার জীবনের শেষ নামায হবেই। কিন্তু সে যেহেতু জানে না যে এই নামাযই তার শেষ নামায কি না, তাই শেষ নামায ভেবে প্রতি নামাযেই তার একাগ্রতা বাড়ানো উচিত।

৪.৪। নামাযে পঠিত কিরাত (আয়াত), তাসবীহ ও আয্‌কারসমূহের অর্থ অনুধাবন ও তা নিয়ে ভাবা :

কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছিল তা পড়া, বুঝা এবং তা নিয়ে গবেষণা করার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তোমার উপর নাযিল করেছি (কুরআন) যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তা স্মরণ রাখে।" (সাদ- ৩৮:২৯)।

কুরআনের আয়াতের অর্থ না বুঝলে তা নিয়ে পাঠকের চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব নয়, অর্থ বুঝলেই কেবল তা নিয়ে পাঠক/শ্রোতা ভাবতে পারে। এতে তার অন্তরে এর প্রভাব পড়বে এবং তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ বলেন, "এবং তারা (খাঁটি বান্দারা) যাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াত

স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।" (ফুরকান - ২৫:৭৩)।

তাই তাফসীর অধ্যয়ন করার গুরুত্ব খুবই পরিষ্কার। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, "আমি ঐ লোকদের ব্যাপারে আশ্চর্য হই যারা কুরআন পড়ে অথচ তার অর্থ বুঝে না। কেমন করে এরা তিলাওয়াত করা উপভোগ করবে?" কিরাত ও আয্‌কারের অর্থ অনুধাবনের মাধ্যমে নামাযে মনোযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়।

৪.৫। আয়াতের সাথে আন্তঃক্রিয়া :

আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনার একটি উপায় হচ্ছে আয়াতের সাথে আন্তঃক্রিয়া তথা আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করা। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, "একরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে নামায পড়লাম, তিনি খুব দীর্ঘ কিরাত পাঠ করছিলেন। তিনি যদি কোন আয়াত পড়তেন যেটাতে তাসবীহ্‌র উল্লেখ আছে তা হলে তিনি বলতেন সুবহানাল্লাহ, যদি আয়াতে কোন প্রশ্ন থাকত, তিনিও প্রশ্ন করতেন, যদি তাতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার উল্লেখ থাকতো, তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (মুসলিম - ১৬৯৭, সংক্ষিপ্ত)।

অন্য বর্ণনায় এও আছে যে, আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা বর্ণিত থাকলে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন। সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমামের সাথে আমীন বলা, সামিআল্লাহুর পরে রাব্বানা লাকাল হামদ্ পড়া এসবও নামাযে পাঠ্যের সাথে আন্তঃক্রিয়ার অন্তর্গত।

৪.৬। আয়াতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ও তা নিয়ে ভাববার আরেকটি পথ হলো তা পুনরাবৃত্তি করা।

নামাযে আয়াতের পুনরাবৃত্তি তার অর্থ গভীরভাবে বুঝার একটি অতি উত্তম উপায়। রাসূল (সাঃ)ও তাই করতেন। বর্ণিত আছে যে তিনি মাত্র একটি আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে এক রাত কাটিয়ে দেন। আয়াতটি ছিল, "যদি তুমি (হে আল্লাহ্!) তাদেরকে শাস্তি দাও, (তবে) তারা তো তোমারই বান্দা; আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয়, কেবল তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (আল মায়িদা, ৫:১১৮)। মুসনাদে আহমাদ ৫/১৪৯।

অনেক সাহাবীও তাদের তাহাজ্জুদ নামাযে একটি আয়াত বার বার পাঠ করে রাত কাবার করে দিতেন। বিশেষত ঐ সব আয়াত যেগুলিতে আল্লাহু সুবানাহু ওয়া

তা'আলার মহিমা ও গুণাবলী কিংবা কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা বর্ণিত আছে। তাঁরা এসব আয়াতের অর্থ অনুধাবন করে এর গুরুত্ব বুঝে পুনরাবৃত্তিতে ব্যস্ত থাকতেন।

৪.৭। কিরাত ও দু'আসমূহ মুখস্থ করে রাখা

আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার সহায়ক আরেকটি পন্থা হলো, নামাযের বিভিন্ন পর্যায়ে পঠিতব্য কিরাত ও দু'আসমূহ মুখস্থ করে রাখা। অধিক সংখ্যক আয়াত মুখস্থ থাকলে ভিন্ন ভিন্ন নামাযে অধিক বিষয় পাঠ ও অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ থাকে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অর্থ অনুধাবন ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, আয়াতের সাথে আন্তঃক্রিয়া এবং আয়াত বুঝে তা পুনরাবৃত্তি করা। এ সকল কাজ নামাযে মানুষের একাগ্রতা বাড়ানোর সর্বোত্তম উপায়গুলির অন্তর্গত।

৪.৮। আল্লাহ্র ভয়ে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নামাযে ক্রন্দন :

"আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) এক রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযে এতই কাঁদতে থাকেন যে তাঁর জানু এবং নামাযের মুসাল্লা ভিজে যায়। বিলাল (রাঃ) তাঁকে বলতে আসেন যে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে। বিলাল (রাঃ) রাসূল (সাঃ)কে কাঁদতে দেখে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আল্লাহ্ তো আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুণাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, তবু আপনি কাঁদছেন?' তিনি (সাঃ) বললেন, "আমি কি তাঁর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? আজ রাত্রে আমার কাছে কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধিক তার প্রতি, যে আয়াতগুলি পড়ে অথচ এগুলির ভিতরে কি আছে তা নিয়ে ভাবে না। আয়াতগুলি হচ্ছে, 'নিশ্চয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বদা) আল্লাহ্র স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে (এবং বলে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি নিরর্থক সৃষ্টি কর নি! আমরা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমাদেরকে তুমি (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো!" (আলে ইমরান ৫:১৯০-১৯১)।

৪.৯ । প্রত্যেক আয়াত পাঠের পর খানিকক্ষণ থামা :

এটি হচ্ছে আয়াতের অর্থ বুঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য অধিকতর সহায়ক একটি পন্থা এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সুন্নাতও বটে। উম্মে সালমা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূল (সাঃ) নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে একটু থামতেন। তৎপর আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন পড়ে একটু থামতেন। . . . . এভাবে প্রতি আয়াতের পর একটু থেমে আয়াতগুলিকে পৃথক করে পড়তেন।" আবুদাউদ - ৪০০১।

এভাবে ধীর ছন্দে (তারতীবের সাথে) ও মধুর স্বরে তিলাওয়াত করা উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এর নির্দেশও দিয়েছেন, ". . . . আর কুরআন তারতীবের সাথে (ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে) আবৃত্তি কর।" (মুয্যাম্মিল - ৭৩:৪)।

ধীর গতি ও প্রতি আয়াতের পর পরিমিত পরিমাণ সময় থামা আয়াত সম্পর্কে চিন্তা ও নামাযে সামগ্রিকভাবে খুশু' বা একাগ্রতা বাড়াতে সহায়ক।

৪.১০ । এটা জানা ও মনে রাখা জরুরী যে আল্লাহ্ নামাযীর দু'আয় সাড়া দেন :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না, সে সালাত হবে অসম্পূর্ণ। এটা তিনবার বললেন। অতঃপর আবু হুরাইরাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা পড়ব?)। তিনি বললেন তখন মনে মনে তা পড়। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন', আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে বলে, 'আর রাহমানির রাহীম', আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। তৎপর সে যখন বলে, 'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন', তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার উপর সোপর্দ করেছে। আর যখন বলে

ইয়্যাকা না'অ্বুদু ও ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন', তিনি বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। তৎপর সে যখন বলে, ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্ লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগ্দূবি 'আলাইহিম, ওলাদ্দোয়াল্লীন', তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।" - মুসলিম-৭৭৫ ।

এটি একটি মহৎ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। নামাযে যদি মুসাল্লী এটা মনে রাখেন তা হলে তাতে তিনি অতি উঁচুমানের খুশু' অর্জন করেন। আর তা হবে না কেন, যখন তিনি জানেন যে তার প্রভু তাকে সম্বোধন করছেন এবং তিনি তাকে তার প্রার্থিত জিনিষ দিবেন বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। মুসাল্লীকে এই 'কথোপকথনের' যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে। রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় সে তখন তার প্রভুর সাথে কথা বলে, অতএব সে তার প্রভুর সাথে কিভাবে কথা বলছে তাতে যেন মনোযোগ দেয়।" (সহীহ্ আল জামী - ১৫৩৮)।

৪.১১। সামনে সুতরা (আড়াল) রেখে নামায পড়া :

খুশু'র জন্য আরেকটি সহায়ক বস্তু হচ্ছে সামনে সুতরা রাখা এবং এর ভেতরে নিজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখা। যাতে যদিও কেউ সামনে দিয়ে যায় তাতে মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়। একাধিক হাদীসের ভিত্তিতে সামনে সিজদার স্থান থেকে তিন হাত পরিমাণ বাইরে কোন বস্তুকে রেখে তার পেছনে নামাযে দাঁড়ানো সুন্নাত। সুতরার ভেতর দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে নামাযী হাতে বাধা দিবেন এটাই হচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তা হলে (মুসাল্লী) যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি বাধা না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসাল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে একটি শয়তান। - বুখারী-১.৪৮৮, মুসলিম-১০২৩।

৪.১২। বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের কাছে হাত বাঁধা - এতে আল্লাহ্‌র সামনে বিনয় ও নমনীয়তা নিয়ে দাঁড়ানোর মনোভাব প্রকাশ পায়।

৪.১৩। দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা : এটা সুন্নাত এবং এতে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত থাকে বিধায় অন্যদিকে মন আকৃষ্ট হয় না।

৪.১৪। বসা অবস্থায় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে কিবলা মুখী করে রাখা এবং নাড়ানো যাতে শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এটাও রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাত।

৪.১৫। নামাযের মধ্যে সূরা পাঠে পরিবর্তন আনা। এতে পাঠকের নূতন বিষয় নিয়ে ভাববার সুযোগ আসবে ও মনোযোগ বাড়বে। রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন নামাযে এভাবে বিভিন্ন সূরা পড়তেন বলে অনেক সহীহ্ হাদীস আছে। এমনিভাবে রুকু'-সিজদায় এবং রুক' ও সিজদার মধ্যবর্তী সময়সমূহে তিনি (সাঃ) একাধিক ধরনের তাসবীহ্, দু'আ ও যিকির পাঠ করতেন। তাশাহুদের পর দরূদ ও দু'আয়ও তিনি ভিন্নতা আনতেন।

৪.১৬ নামাযে শয়তান (খানযাব নামক শয়তান) মুসাল্লীর মনের মধ্যে সব সময় ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা ও নামাযবহির্ভূত চিন্তা) দিতে থাকে। এটা সকল মুসাল্লীর জন্য এক প্রধান সমস্যা। ওয়াসওয়াসা দিলে মনে মনে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া এবং বাম দিকে তিনবার থুথু (আসল থুথুর বদলে থু-থু করে মুখ দিয়ে বায়ু নির্গত করা) ফেলা উচিত। এতে শয়তানকে আল্লাহ্ বিতাড়িত করে দেন। (মুসলিম-৫৪৬৩)। আর যদি ভুল হয়েই যায় (ওয়াজিব এর ক্ষেত্রে অথবা রাকা'ত গণনার ক্ষেত্রে), তবে সাহু সিজদা করতে হবে।

খানযাব নামক শয়তান যখন সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত চিন্তা দ্বারা মুসাল্লীর মনোযোগ নষ্ট করতে পারে না তখন সে চতুরতার আশ্রয় অবলম্বন করে। তখন সে মুসাল্লীকে নামায ছাড়া অন্যান্য ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন ইসলামী দাওয়াতের কথা, যাতে ঐ বিষয়ে মুসাল্লী খুব গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয় এবং নামাযের প্রতি মনোযোগ বন্ধ করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সে মুসাল্লীর তাৎক্ষণিক সমস্যার কথা তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তার সমাধান বের করতে তাকে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে নীচের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য :

এক লোক একজন সালাফের কাছে গিয়ে বললো যে সে কিছু টাকা পুঁতে

রেখেছিল, কিন্তু কোথায় পুঁতে রেখেছে তা সে ভুলে গেছে। সালাফ তাকে বললেন, 'যাও নামায পড়।' সে গিয়ে নামায পড়ল এবং টাকা কোথায় রেখেছিল তা তার মনে পড়ল। সালাফকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কেমন করে জানলেন যে এতে কাজ হবে?' তিনি বললেন, 'আমি জানি যে, কোন ব্যক্তি নামাযে রত থাকলে তার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাকে মনে করিয়ে না দিয়ে শয়তান কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না।' কিন্তু মনোযোগী বান্দা নামাযের প্রতিটি কাজে যথাযথ একাগ্র থাকবে, এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচাইতে বড় সাহায্যকারী। (মাজমু' আল ফতওয়াহ্ - ২২/৬১০)।

৪.১৭। আমাদের পূর্বসূরী সালাফগণ কিভাবে নামায পড়তেন তা নিয়ে ভাবা। সাহাবা (রাঃ) ও তাবে'য়ীনগণের অনেকে নামাযের প্রস্তুতিকালেই (ওযুর সময়) আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁপতেন, নামাযরত অবস্থায় তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। নামাযে তাঁদের ডানে-বামে কারা দাঁড়াতেন তা তারা লক্ষ্য করতেন না। তাঁরা কাঠের খুঁটির মত নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর অবস্থা এরকমই হত। একদিন নামাযের পূর্বে তাকে কাঁপতে দেখে বলা হলো, আপনার কি হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! সেই আমানতের সময় হয়ে গেছে যা আল্লাহ্ আকাশমন্ডল, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করে এবং তাতে ভীত হয়ে পড়ল, কিন্তু আমি তা বহন করলাম। (আল আহযাব - ৩৩:৭২ এর উদ্ধৃতি)।

অথচ আমাদের অবস্থা তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা অনেকেই নামাযরত অবস্থায় কাপড় ঠিকঠাক করি, ঘড়ির দিকে তাকাই, গা চুলকাই, ব্যবসা-বানিজ্যের চুক্তি আর টাকার পরিমান হিসাব করি, মসজিদের দেয়ালের বা কার্পেটের নকশার দিকে তাকাই এবং পাশে কারা দাঁড়িয়েছে তা জানার চেষ্টা করি।

নামাযে মনোযোগ বাড়াতে চোখ বন্ধ করা যাবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এটা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত-বিরুদ্ধ, কেননা নামাযে কখন কোথায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে সেই নির্দেশ এসেছে এবং রাসূল নিজেও চোখ বন্ধ করে নামায পড়েছেন বলে কোন হাদীস নেই। তবে বিজ্ঞগণের অভিমত এই যে, মনোযোগ নষ্টকারী কোন কিছু পরিহার করার জন্য সাময়িকভাবে চোখ বন্ধ করা যেতে পারে। কোন কারণ ছাড়া চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ হিসাবে বিবেচিত।

৫। নামাযে মনোযোগ বিনষ্টকারী যে সব বিষয় এড়িয়ে চলা আবশ্যক :

নামাযে মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয়গুলি হচ্ছে ঐসব বিষয় যেগুলি নামায বহির্ভূত এবং যা নামাযের মনোযোগ ও উদ্দেশ্য থেকে মনকে দূরে রাখে। মুসাল্লীর কর্তব্য এসব থেকে মনকে মুক্ত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টায় থাকা। ব্যক্তিভেদে মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয়ের প্রভাব বেশকম হয়, কারণ ব্যক্তির মনের সন্দেহ ও আসক্তির পরিমাণ, তার পছন্দের বস্তুর প্রতি হৃদয়ের আর্কষণ ও নির্ভরশীলতা এবং অপছন্দনীয় বস্তুকে এড়িয়ে চলার শক্তির অনুপাতে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাব তার মনের উপর বিস্তার লাভ করে। (মাজমু'আল ফতওয়াহ, ২২/৬০৬, ৬০৭)।

৫.১। মুসাল্লীর সামনে অতি রংচঙ্গা বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী শোভাবর্ধনের কোন সামগ্রী না রাখা। রাসূল (সাঃ) তাঁর সামনে থেকে এরূপ একটি পর্দাও সরিয়ে নিতে আয়শা (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।

৫.২। যে সকল জায়গা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, কিংবা যেখানে শোরগোল, লোকজনের আলাপচারিতা, তর্কাতর্কি চলছে, কিংবা মনের ও চোখের দৃষ্টি আকর্ষণকারী অন্য যে কোন বিষয় বর্তমান, সে সকল স্থানে নামায পড়া এড়িয়ে চলা উচিত। অনুরূপভাবে অতি ঠান্ডা এবং অতি গরম পরিবেশে যেখানে নামাযে পুরাপুরি মনোযোগ আনা সম্ভব নয়, সেখানে নামায পড়া পরিহার করা উচিত বা প্রয়োজনে দেরী করা উচিত। রাসূল (সাঃ) অতি গরমের সময়ে যোহরের নামায কিছু দেরী করে পড়তে পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে গরমের প্রচণ্ডতা কিছুটা কমলে মানুষ নামায শুরু করে।

৫.৩। এমন কোন কাপড় পরে নামায পড়া উচিত নয় যার মধ্যে এরূপ কোন ছবি, লিখন, কড়া রং বা কোন শোভাবর্ধক কারুকার্য উপস্থিত আছে যা নামাযীর মনকে নামায থেকে ভিন্নমুখী করতে পারে। নামাযে কোন জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত কাপড় পরিধান বিশেষভাবে পরিহার্য।

৫.৪। ক্ষুধা আছে এমন অবস্থায় সামনে পরিবেশিত খাদ্য ফেলে রেখে নামাযে যোগ দিতে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন। এই অবস্থায় খাবার খেয়ে নামাযে যোগ দিতে হবে।

৫.৫। প্রশ্রাব-পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায় নামাযে দাঁড়ানো যাবে না, বাথরুম সেরে নামাযে যোগ দিতে হবে। কেননা প্রশ্রাব-পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায় নামাযে মনোযোগ দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। এজন্য জামা'তের একাংশ বা পুরা বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আগে বাথরুম সেরে নিতে হবে, পরে জামা'তের যেটুকু পাওয়া যায় তাই ভাল। এমন কি নামাযের ভিতরেও যদি প্রশ্রাব-পায়খানার বেগ চেপে যায় তা হলে নামায ভেঙ্গে বাথরুম সেরে ওযু করত আবার নামাযে যোগ দিতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "খাদ্য পরিবেশিত হলে, অথবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার প্রয়োজন থাকা অবস্থায় কোন সালাত নেই।" বায়ু আসার চাপ থাকলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

৫.৬। নিদ্রাচ্ছন্ন বা নিদ্রাতুর অবস্থায় নামায পড়া পরিহার করা উচিত। যথাযথ বিশ্রাম বা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নামাযে দাঁড়াতে হবে যাতে নামাযী কি পড়ছে তা বুঝতে পারে। কেননা নিদ্রালু অবস্থায় না বুঝে সে ভুল পড়তে বা নিজের বিরুদ্ধে কিছু দু'আ করতে পারে।

৫.৭। কথা বলছে এমন লোক কিংবা নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে নামাযে দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ ঐ ব্যক্তির কথা নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট করতে পারে। অপরদিকে ঘুমন্ত ব্যক্তির কাপড় সরে গিয়ে তার সতর অনাবৃত হয়ে যেতে পারে। এরকম সম্ভাবনা না থাকলে ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

৫.৮। নামাযের মধ্যে সিজদার জায়গা থেকে কাঁকর, বালু ইত্যাদি পরিস্কার করতে ব্যস্ত হওয়া যাবে না। তবে কেবল একবার তা করার অনুমতি আছে যদি আদৌ তা প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রেও নামায শুরু হওয়ার আগে তা করে নেওয়া উচিত। নামাযের মধ্যে যে কোন ধরনের অতিরিক্ত নড়াচড়া খুশু' নষ্ট করে। যেমন হাত বা কপাল মোছা, কাপড় ঠিক করা ইত্যাদি।

৫.৯। এমন ভাবে কিরাত পড়া উচিত নয় যাতে অন্যের নামাযে তা ব্যাঘাত ঘটায়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সবাই তোমাদের প্রভুর সাথে কথা বলছ, অতএব অন্যের মনোযোগ নষ্ট করো না এবং কিরাত পড়ার সময় তোমাদের স্বর অন্যের স্বরের উপরে উঠাবে না।"

৫.১০। নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো বা নড়াচড়া করা যাবে না। এটা শারীরিক ভাবে যেমন হতে পারে তেমনি মনের দিক থেকেও হতে পারে। অর্থাৎ মনোযোগ আল্লাহ্‌র বদলে অন্য জিনিষের দিকে ফিরানো, যেরূপ শরীর বা চোখ অন্য দিকে ফিরানো হতে পারে। তবে কোন সঙ্গত কারণে নামাযে নড়াচড়া করা যাবে, যেমন একটি সাপ উপস্থিত হলে অথবা জীবন রক্ষার জন্য কোন প্রয়োজন দেখা দিলে।

৫.১১। নামাযে আকাশের দিকে না তাকানোর নির্দেশ: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ সালাত আদায় অবস্থায় আকাশের দিকে যেন দৃষ্টিপাত না করে। তা করলে তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে।' (আহমাদ ৫/২৯৪)।

৫.১২। সামনের দিকে থুথু ফেলা নিষেধ, কেননা নামাযীর সামনে আছেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ ও কিবলার দিকে থুথু ফেলা চরম বেয়াদবী। ডান দিকে থুথু ফেলা যাবে না, কারণ ডান দিকে আছেন একজন ফিরিশতা। বাম দিকে ফেলা যাবে, তবে আজকের যুগে কার্পেট থাকার কারণে রুমাল বের করে তাতে ফেলাই সঙ্গত।

৫.১৩। হাই তোলা আটকাতে হবে, কেননা এতে শয়তানের হাত আছে।

৫.১৪। কোমরে হাত রেখেও নামাযে দাঁড়ানো নিষেধ। কারণ জাহান্নামের লোকদের এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে।

৫.১৫। কারো পরিধেয় কাপড় যেন ঝুলে না থাকে। যেমন কাপড়ের হাতা আঙ্গুলের বাইরে থাকা, যাতে হাত কাপড়ের ভিতরে থাকে; মাথা এমনভাবে ঢেকে রাখা যাতে কপাল ও মুখ ঢেকে যায় যার কারণে সিজদা ঠিকমত মাটিতে না হয়ে পরিধেয় কাপড়ে হয় এবং মুখ ঢাকা থাকার কারণে কিরাত পড়তে অসুবিধা হয়। অনুরূপভাবে নীচের দিকে কাপড় ঝুলে গিয়ে মাটিতে ঠেকে যা অহঙ্কারের লক্ষণ। ইহুদীগণ এরূপ করত। তা ছাড়া ঝুলন্ত ও অত্যধিক ঢিলা কাপড় ঠিক রাখতে গিয়ে নামাযে মনোযোগ নষ্ট হয়।

৫.১৬। নামাযে জন্তু জানোয়ারের মত কোন অঙ্গভঙ্গি না করা। রাসূল (সাঃ) নামাযে তিনটি অঙ্গভঙ্গি করতে নিষেধ করেছেন যা পশুর মত: এক. কাকের মত ঠুকরানো (অতি দ্রুততার সাথে সিজদা করা), দুই. সিজদায় কুকুরের মত কনুই বিছিয়ে রাখা এবং তিন. মসজিদে সর্বদা একই জায়গায় নামায পড়া যে রকম উট সর্বদা তার নিজের অঞ্চল আঁকড়ে থাকে।

৬। নামাযে খুশু'র সুফল সম্পর্কে অবহিত হওয়া :

উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয্ সালাতের সময় হয় আর সে সালাতের ওযুকে উত্তমরূপে আদায় করে, এবং উত্তমরূপে (খুশু'র সাথে) সালাত আদায় করে তা'হলে তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গুনাহ্‌য় লিপ্ত হয়। আর এ অবস্থা সারা জীবনের জন্যই (প্রযোজ্য)।" মুসলিম : ৪৩৬ - ৪৩৮।

সালাতের সওয়াব খুশু'র অনুপাতেই দেয়া হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "একজন বান্দা সালাত আদায় করবে অথচ এর বিনিময়ে তার জন্য সে কেবল এক দশমাংশ কিংবা এক নবমাংশ বা এক অষ্টমাংশ বা এক সপ্তমাংশ বা এক ষষ্টমাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশের বেশী সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে না।" (আহমাদ, সহীহ্ আল জামী - ১৬২৬)। নামাযের যে অংশে মুসাল্লী মনোযোগ দেয় এবং পূর্ণ একাগ্রতা বজায় রাখে কেবল সেই অংশেরই সুফল সে প্রাপ্ত হবে। বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "তুমি নামাযের যে অংশে মনোযোগী থাক কেবল সেই অংশই (তার সওয়াব) প্রাপ্ত হবে।" অনুরূপভাবে খুশু' সমেত নামাযের যে অংশ আদায় করা হয় সে অংশের বিনিময়ে মুসাল্লীর বহু পাপ মার্জনা করে দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র সবচাইতে একাগ্রচিত্ত বান্দারা খুশু'র কারণেই সালাত আদায় করে মনে আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সালাতেই আমার আনন্দ নিহিত।"

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একব্যক্তির সালাত আদায় দেখে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, 'তুমি সালাত আদায় কর নি (অর্থাৎ

সালাত হয়নি)' এবং তাকে তার সালাত দুবার পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছিল (সালাতে তার খুশু' না থাকার কারণে)। রিয়াদুস্‌সালেহীন - ৮৫৯।

শয়তানের ওয়াসওয়াসার আধিক্যের কারণে অনেকে নামায আদায় করলেও নামাযে তার আদৌ কোন মনোযোগই থাকে না। তাই কারো মতে এসব নামাযীর নামায হয় না বিধায় তাদের নামাযের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তবে প্রায় সকল ইমামেরই অভিমত এই যে, নামায তাদের আদায় হয়ে যাবে এবং কোন ওয়াজিব ভুলে গেলে তার জন্য সাহ্ সিজদা করত পরবর্তীতে নফল নামায ও যিকির আয্‌কার দ্বারা ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে হবে, ফরয তরক না হলে পুরা নামায পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

৭। উপসংহার : খুশু' অনুযায়ী পাঁচ প্রকারের মুসাল্লী :

নামাযে খুশু' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া তা অর্জন সম্ভব নয়। খুশু' থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি বিপর্যয়ের নামান্তর। এজন্য রাসূল (সাঃ) তাঁর দু'আতে বলতেন, "হে আল্লাহ্! খুশু'বিহীন অন্তর (এর অধিকারী হওয়া) থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (তিরমিযী সহী সুনান - ২৭৬৯)।

খুশু' একটি অন্তরের বিষয় এবং সময় ও ব্যক্তি ভেদে এর কম বেশী হতে পারে। খুশু'র স্তর অনুযায়ী নামাযীদেরকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১. প্রথম প্রকার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের প্রতি অবিচার করে এবং নামাযে অমনোযোগী। সে যথাযথভাবে ওযু করে না, কিংবা সময়মত নামায পড়ে না অথবা নামাযের সকল আবশ্যিক অংশ ঠিকমত আদায় করে না।

২. দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যে নামাযের সকল বাহ্যিক আবশ্যিক অংশ পালন করে, যথাযথভাবে ওযু করত সময়মত নামায আদায় করে, কিন্তু নিজের নফ্‌সের সাথে সংগ্রামে সে পরাজিত হয়ে গেছে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৩. তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির চাইতে একটু ভাল অবস্থায়, সে শয়তানের ফিসফিসানিতে পুরাপুরি নিমজ্জিত না হয়ে সংগ্রাম করতে থাকে, ফলে সে সালাত আদায় ও একই সাথে জিহাদেও ব্যস্ত থাকে।

৪. চতুর্থ ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ালে সকল নিয়মকানুন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে, তার অন্তর সর্বদা একাগ্র ও সতর্ক থাকে যাতে কিছুই বাদ না যায়, এবং তার লক্ষ্য

থাকে যেন সে ঠিকমত এবং পূর্ণ খুশু'র সাথে নামায আদায় করতে পারে। তার অন্তর গভীরভাবে নামাযের মধ্যে নিমজ্জিত এবং তার প্রভুর ইবাদাতে মগ্ন থাকে।

৫. পঞ্চম ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তির সব কিছুই করে, কিন্তু সে তার অন্তরকে তার প্রভুর সামনে মেলে ধরে, যে অন্তর দিয়ে সে তার প্রভুকে দেখতে থাকে এবং তাঁর প্রতি তার ভালবাসা ও ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে যেন সে সত্যই তাঁকে দেখছে। ওয়াসওয়াসা তার অন্তরে স্থান করে নিতে পারে না, ফলে তার ও তার প্রভুর মধ্যকার অন্তরাল উঠিয়ে নেয়া হয়। এই ব্যক্তি ও অন্যান্যদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, কেন না সে তার প্রভুকে নিয়ে ব্যস্ত এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

প্রথম প্রকার হচ্ছে শাস্তিযোগ্য, দ্বিতীয় প্রকার জবাবদিহিতামূলক, তৃতীয় প্রকার তার খুশু'র প্রচেষ্টার জন্য পাপী হিসাবে গণ্য হবে না (সওয়াব কম পাবে), চতুর্থ প্রকারকে প্রতিদান দেয়া হবে এবং পঞ্চম প্রকারকে তার প্রভুর সন্নিকটবর্তী করা হবে, কেননা সে-ই হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার জন্য সালাত হচ্ছে আনন্দের উৎস। ইহ-পরকালে পঞ্চম ব্যক্তি সন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

৮। অতিরিক্ত পাঠ্য : সূরা ফাতিহা - বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
পরম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

১। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আ-লামীন।
- সমস্ত প্রশংসা (ও কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্‌র জন্য (তাঁরই প্রাপ্য), যিনি সমগ্র জগৎসমূহের[১] 'রাব্ব্' (প্রতিপালক)[২]।
২। আর্-রাহমানির রাহীম।
- যিনি পরম দয়াময়[৩] ও পরম দয়ালু[৪]।
৩। মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন।
- কর্মফল (কিয়ামাত) দিবসের মালিক[৫]।
৪। ইই্য়াকা না'অবুদু ওয়া ইই্য়াকা নাস্তা'ঈন।
- আমরা (কেবল) তোমারই ইবাদাত[৬] করি এবং (কেবল) তোমারই কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করি ।
৫ । ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল-মুস্তাকীম ।
- আমাদেরকে সরল পথে চালিত কর[৭] ।
৬ । সিরাতাল্‌লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম ।
- তাদের পথে যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ[৮] করেছ ।
৭ । গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওলাদ্‌ দোয়াল্লীন । (আমীন) ।
- তাদের (পথে) নয় যারা তোমার ক্রোধ অর্জন[৯] করেছে, কিংবা (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট[১০] হয়েছে । (আমীন)[১১] ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

১ । 'আ-লামীন (জগৎসমূহ) : সকল প্রাণী ও জড় জগৎ তথা মানুষ, জ্বিন, ফিরিশতা ও অন্যান্য প্রাণী এবং মহাবিশ্বে যা কিছু অস্তিত্বশীল সব কিছু । এ সব কিছুরই একমাত্র রাব্ব্‌ হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ।

২ । রাব্ব্‌ (প্রতিপালক) : যিনি আদি ও একমাত্র স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু দাতা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিবর্ধক, পরিকল্পক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রা, রিযিকদাতা ও সংরক্ষক প্রভু । রাব্ব্‌ আল্লাহ্‌র একটি নামও । এ নাম কেবল তাঁর বেলায়ই প্রযোজ্য ।

৩ । আর-রাহমান (পরম দয়াময়) : আল্লাহ্‌র এক গুণবাচক নাম, যা তাঁর প্রতি এ কারণেই প্রযোজ্য যে তিনি তাঁর অসীম দয়ায় সৃষ্টির সকলকে না চাইতেই এবং কারো প্রচেষ্টা ব্যতীতই অফুরন্ত পরিমাণে দান করেন (যেমন পানি, আলো, বাতাস ইত্যাদি), এবং চাইলেও ইহকালে সবাইকে তাঁর নির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী দান করেন, সে ঈমানদার হোক কিংবা কাফির হোক । এই নামও এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো প্রতি প্রযোজ্য নয় ।

৪ । আর্‌-রাহীম (পরম দয়াবান) : এটাও আল্লাহ্‌র এক গুণবাচক নাম এবং এর সম্পর্ক কেবল মু'মিনদের সাথে । আর মু'মিনদের প্রকৃত পাওয়া যেহেতু পরকালের জন্য নির্ধারিত, সেহেতু আর্‌-রাহীম নামটি পরকালে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম করুণার (জান্নাতের নিয়ামাত প্রদান) ব্যাপারে প্রযোজ্য, যেখানে কাফিরদের জাহান্নাম ছাড়া পাওয়ার কিছুই নেই । কেননা ঈমান ও সৎকর্মের উপরই পরকালের নিয়ামাত লাভ নির্ভরশীল । রাহীম তাঁকেও বলা হয় যার কাছে না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন ।

৫। মালিক (সর্বময় কর্তা, রাজাধিরাজ) : কিয়ামাত দিবসের একমাত্র রাজাধিরাজ ও বিচারক, যাঁর অনুমতি ছাড়া সেদিন কেউ কথাও বলতে পারবে না, পৃথিবীতে তিনি যতই ক্ষমতাধর ব্যক্তি হোন না কেন।

৬। না'বুদু (আমরা ইবাদাত করি) : আব্‌দ্ বা দাস শব্দ থেকে ইবাদাত বা দাসত্ব শব্দটি গৃহীত। ইবাদাত একটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা কেবল উপাসনা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইব্‌ন কাসীর বলেন, 'আভিধানিক ভাবে ইবাদাত অর্থ ভক্তি, বিনয় বা অসহায়ত্ব প্রকাশ। আর শরী'আর ভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির সমন্বিত অবস্থাকে ইবাদাত বলা হয়।"

ইবাদাত তাঁর প্রতিই প্রযোজ্য যিনি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারী অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্। বান্দার যে সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও মানসিক কর্ম আল্লাহ্ ভালবাসেন বা যদ্বারা বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে সে সব কিছুই ইবাদাত। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরই নির্দেশিত কর্ম ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত পন্থার হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমেই ইবাদাত পালন করা হয়। ইবাদাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা, তাঁর নির্দেশিত কাজ (সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, কুরবানী তাওয়াক্কুল ইত্যাদি) করা এবং তাঁর কাছে ইহ-পরকালের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। কর্মের ইবাদাতের ভিতরের প্রত্যেকটি কাজও এক একটি ভিন্ন ইবাদাত। যেমন সালাতে রুকু, সিজদা ইত্যাদি। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা হচ্ছে শির্‌ক।

৭। সিরাতাল-মুস্তাকীম (সরল পথ) : ইসলামের পথ তথা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস (যার অর্থ হচ্ছে, রাব্ব্ হিসাবে এবং ইবাদাতের যোগ্য ও মা'বুদ [উপাস্য] হিসাবে তিনি এক ও একক; যে সকল নাম ও গুণাবলী তিনি নিজে ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রতি আরোপ করেছেন সেগুলির ব্যাপারেও তিনি এক ও একক, এবং আর কোন কিছুই তাঁর তুলনীয় নয় - এই মৌলিক বিশ্বাস পোষণ) এবং রাসূল (সাঃ) এর সার্বিক অনুসরণ ও অনুকরণ (যাতে কুরআনের সকল বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে মানা হয়)। সিরাতাল-মুস্তাকীম অবলম্বনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ঈমানের এই ঘোষণা দেয়া - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই, তিনিই একমাত্র মা'বুদ এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। মুখে ঘোষণা, অন্তরে বিশ্বাস ও আমল করাই প্রকৃত ঈমান।

ইহ্‌দিনা (আমাদেরকে হিদায়াত তথা পথ প্রদর্শন কর ও পরিচালিত কর - এই দু'আ) : আল্লাহ্ আমাদেরকে যেন প্রথমত সরল পথ অর্জনের তৌফিক বা ক্ষমতা দান করেন (অন্তর যেন সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়) এবং দ্বিতীয়ত বাস্তবে যেন জ্ঞানী ও

পরহেযগার উস্তাদ বা শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ ঘটে যাতে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয় ।

৮। আন'আমতা আলাইহিম (যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ) : তাঁরা হচ্ছেন রাসূলগণ, সিদ্দীকগণ (সত্যায়নকারী সাহাবাগণ যারা সর্ব প্রথম রাসূলগণের রিসালাতে বিশ্বাস করে ছিলেন, যেমন আবুবকর (রাঃ), শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারগণ। (সূরা নিসা আয়াত ৪:৬৯ দ্র)।

৯। মাগদুব (আল্লাহ্‌র গযব বা ক্রোধ অর্জনকারী): তথা ইহুদীগণ যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে পড়েছে। এরা কোন খারাপ কাজ হতে একে অন্যকে বাধা দিত না। (সূরা মায়িদা আয়াত ৫:৭৮, ৭৯ দ্র)।

১০। দোয়াল্লীন (বিপথগামী বা পথভ্রষ্ট) : নাসারা (খৃষ্টান)গণ। এরা এতই বিপথগামী যে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী বাদ দিয়ে অথবা বিকৃত করে নিজেদের ইচ্ছা মত বিধান তৈরী করে নেয় এবং নিজেদের সেই মনগড়া বিধানও তারা মেনে চলতে পারেনি। দ্বীনী জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত। (সূরা মায়িদা আয়াত ৫:৭৭ দ্র)।

১১। আমীন (তাই হোক, অর্থাৎ আল্লাহ্‌, আমাদের দু'আ কবুল কর। এটা সূরার অংশ নয়) : আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও আমীন বলবে, কেননা, যার আমীন (বলা) ও ফিরিশতাদের আমীন (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ্‌ মাফ করে দেয়া হয়। - বুখারী-১.৭৪৭-১.৭৪৯, মুসলিম-৮১১, ৮১৬।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে খুশু'ওয়ালাগণের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আমাদের তাওবা গ্রহণ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক! আমীন।

*** সমাপ্ত ***